যুক্তরাষ্ট্র সরকারের রিপোর্ট

বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ সফটওয়্যার পাইরেটেড

মুনীর তৌসিফ

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিনিয়োগ-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের ৯০ শতাংশের মতো সফটওয়্যার পাইরেটেড। '২০২০ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট স্টেটমেন্ট : বাংলাদেশ' শীর্ষক এই পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো বলেছে– 'ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি রাইটস' (আইপিআর) সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের সীমিত রিসোর্স রয়েছে। নকল পণ্য সহজেই বাংলাদেশে পাওয়া যায়। এই শিল্পখাত-সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, বাংলাাদেশে ব্যবহৃত ৯০ শতাংশ বিজনেস সফটওয়্যারই পাইরেটেড। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়– বাংলাদেশে দুর্নীতি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি বাধা হয়ে আছে। সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও সরকার কার্যত দুর্নীতির অবসান ঘটাতে পারেনি।

গত মাসে প্রকাশিত এই রিপোর্ট মতে– স্টুডিও, ভোগ্যপণ্যের বৃহদাকার উৎপাদক কোম্পানি ও সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানসহ যুক্তরাষ্ট্রের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, বাংলাদেশে তাদের আইপিআর লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা উল্লেখ করেছেন, পুলিশকে জানালে তারা নকল পণ্য উৎপাদকদের ব্যাপারে তদন্ত করে দেখতে আগ্রহী, কিন্তু তারা স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ তদন্তে নামতে রাজি নয়। তা সত্ত্বেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়– বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন ট্রেড-রিলেটেড আসপেক্টস অব ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি রাইটস' (ট্রিপস)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি কাঠামো গড়ে তোলায়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে– সরকার ২০০০ সালে কপিরাইট আইন প্রণয়ন করে এবং তা ২০০৫ সালে সংশোধিত হয়। ট্রেডমার্ক আইন করা হয় ২০০৯ সালে এবং একটি 'জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অব গুডস রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড প্রটেকশন অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয় ২০১৩ সালে। এ ছাড়া ডিপার্টমেন্ট অব প্যাটেন্টস, ডিজাইনস অ্যান্ড ট্রেডমার্কস (ডিপিডিটি) ২০১৪ সালে একটি নতুন আইনের খসড়া তৈরি করে ট্রিপস চুক্তির চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। এই খসড়াটি এখন শিল্প মন্ত্রণালয়ের পর্যালোচনাধীন। রিপোর্টে বলা হয়, এই

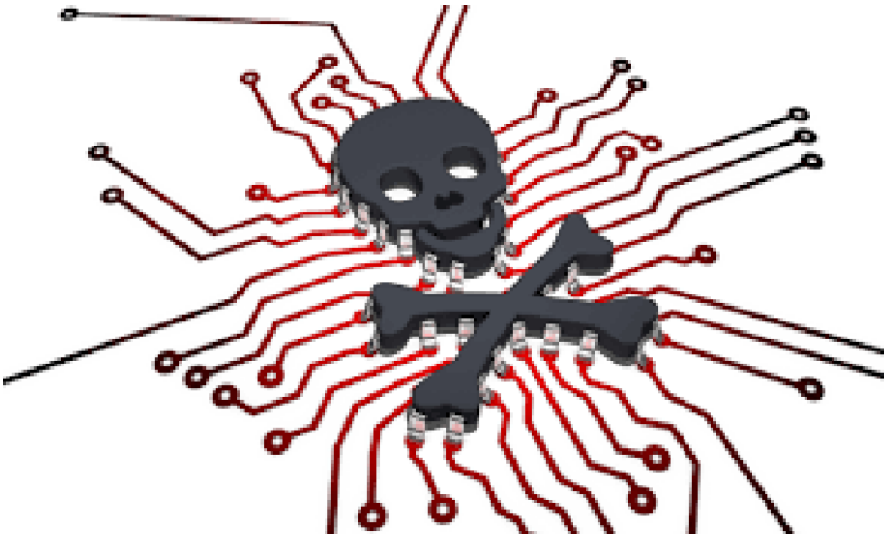

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গত বছর তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি।

রিপোর্টে মত প্রকাশ করা হয়– বাংলাদেশের 'ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের নেয়া নানা উদ্যোগের ফলে আইপিআর সম্পর্কে বাংলাদেশে জনসচেতনতা বাড়ছে। রিপোর্টে বলা হয়– ১৯৮৮ সালে মাইক্রোসফটের উদ্যোগে 'দ্য সফটওয়্যার অ্যালায়েন্স' নামে একটি ট্রেড গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই গ্রুপটি বিএসএ নামেও পরিচিত। বাংলাদেশে আইপিআর সংরক্ষণ পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনের একটি প্ল্যাটফরম হিসেবে এটি ২০১৪ সালে বাংলাদেশে এর অফিস খুলে। বাংলাদেশ এখনো 'ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ'স স্পেশাল ৩০১ অর নটোরিয়াস মার্কেটস রিপোর্টে' তালিকাভুক্ত নয়। বাংলাদেশ 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি অর্গ্যানাইজেশন' (ডব্লিউআইপিও)-এর সদস্য। এ ছাড়া বাংলাদেশ ১৯৯১ সালে 'প্যারিস কনভেনশন অন ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি' মেনে নেয়। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে নকল পণ্য রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে। রিপোর্ট মতে এসব সংস্থার মধ্যে আছে : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), শুল্ক বিভাগ, মোবাইল কোর্ট, র‍্যাব ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। তা ছাড়া জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমদানি বন্দরে নকল পণ্য চিহ্নিত করে আটক করতে। রিপোর্ট মতে, এসব রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও রিপোর্টে স্বীকার করা হয়– বাংলাদেশ ক্রমেই অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে কিছু বিনিয়োগ বাধা কমিয়ে আনতে। এর মধ্যে আছে আরো উন্নততর আস্থাযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি। আলোচ্য রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়– বিগত দশকে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে প্রচুর সংখ্যক তরুণ পরিশ্রমী একটি জনশক্তি দক্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারগুলোর কৌশলগত স্থানগুলোর গতিশীল খাতগুলোতে এগিয়ে আসছে। এর ফলে কভিড-১৯-এর অভিঘাত সত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে গতিশীল খাতগুলোতে বিনিয়োগ বেড়ে যাওয়ার।

যুক্তরাষ্ট্রের এই বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিবৃতি রিপোর্টের আওতাভুক্ত করা হয় ১৬৫টি বিদেশি বাজারকে। এতে বাংলাদেশের শিল্পনীতির আওতায় বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ প্রণোদনা ও রফতানিমুখী প্রবৃদ্ধি কৌশলকে স্বাগত জানানো হয়। এতে আরো বলা হয়– বাংলাদেশ বিশেষত বিদেশি বিনিয়োগ চায় কৃষি ব্যবসায়, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাত, চামড়া ও চামড়াপণ্য, হালকা বৃহদাকার উৎপাদন খাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, হালকা প্রকৌশল শিল্প, আইসিটি খাত, প্লাস্টিক, স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, ওষুধ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে কজ

ফিডব্যাক : golapmunir@yahoo.com